সংবাদ

তারিখ 19 AUG 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অনার্স-মাস্টার্স ও ডিগ্রি খাতা মূল্যায়নে চরম অব্যবস্থাপনা

তাকিব উদ্দিন

'সহকারী অধ্যাপক' আবদুল হাকিম (ছদ্মনাম) প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে শিক্ষা ভবনে প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত আছেন। তিনি একাডেমিক কার্যক্রম থেকে পুরোপুরি বিরত থেকেও নিয়মিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের দায়িত্ব ভাগিয়ে আনছেন। অথচ অনার্স ও মাস্টার্স পাঠদানকারী বিভিন্ন কলেজের অসংখ্য শিক্ষক খাতা মূল্যায়নের সুযোগ পাচ্ছেন না। এমনকি কিছু খাতা ওই কর্মকর্তা নিজে মূল্যায়ন করে বাকি খাতা কর্মচারী দিয়েও মূল্যায়ন করছেন।

রাজধানীর খিলগাঁও মডেল কলেজের একজন প্রভাষক সংবাদকে বলেন, 'আমি নিয়মিত অনার্স ও মাস্টার্সের ক্লাস নিচ্ছি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের উপঢৌকন দিয়ে অনার্সের খাতা দেখার দায়িত্ব ভাগিয়ে নিচ্ছেন ডিগ্রি (পাস) কোর্সে পাঠদানকারী শিক্ষকরা।' উপরোক্ত বিষয়ে জানতে চাইলে চরম : পৃষ্ঠা ১৫ ক ১

চরম : অব্যবস্থাপনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান সংবাদকে বলেন, শিক্ষকরা একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকলেও পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় তারা খাতা দেখতে পারেন। এছাড়া পরীক্ষা কমিটি যাদের নাম তালিকাভুক্ত করেন তারাই খাতা মূল্যায়নের দায়িত্ব পান।

তিনি আরও বলেন, ডিগ্রি (পাস কোর্স) পাঠদানকারী শিক্ষকরা অনার্সের খাতা মূল্যায়ন করতে পারেন। তবে খাতা মূল্যায়নের সম্মানী পেতে তোষামোদ ও ঘুষ লেনদেনের বিষয় তিনি অস্বীকার করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সরকারি তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর নিলারা হাফিজ সংবাদকে বলেন, 'যেসব শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের সঙ্গে জড়িত নেই, তাদের নিয়ে অনার্সের খাতা মূল্যায়ন করানো উচিত নয়। আর যেসব শিক্ষক ডিগ্রি পড়ায়, তাদের নিয়ে কোনক্রমেই অনার্সের খাতা মূল্যায়ন করা যায় না।' অনার্স পাঠদানকারী কয়েকটি কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অযোগ্য, অদক্ষ, অপেশাদার ও বহিরাগত শিক্ষকদের দিয়ে খাতা মূল্যায়নের কারণেই এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের অনার্স পার্ট-১ এর ফলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছে। বিভিন্ন সংস্থায় প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা শিক্ষকরা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় খাতা মূল্যায়নের দায়িত্ব নিয়ে নিজ নিজ সংস্থার অবাঞ্ছিত ও অ-শিক্ষক দিয়ে খাতা মূল্যায়ন করছেন। এতে অনেক ক্ষেত্রে মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে কম নম্বর পাচ্ছেন, তেমনি অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিক্ষার্থীরা বেশি নম্বর পেয়ে যাচ্ছেন। ডিগ্রি (পাস) কোর্সে পাঠদানকারী শিক্ষক দিয়ে অনার্সের খাতা মূল্যায়ন করায় এই প্রক্রিয়ায় অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

এছাড়াও যেসব পেশাদার শিক্ষক নিয়মিত খাতা দেখেন বা মূল্যায়ন করেন, তারাও সময়মতো এর সম্মানী ভাতা পান না। পরীক্ষা শেষ হওয়ার কমপক্ষে দু'তিন মাস পর খাতা মূল্যায়নের বিল প্রদান করা হয়। বিল পেতেও অনেক তোষামোদ পোহাতে হয়, কর্মকর্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘুষও দিতে হয়। এসব কারণে পেশাদার শিক্ষকরা বরাবরই খাতা দেখতে অনীহা দেখান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল হক আলো সংবাদকে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখে আসছি, সাধারণ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক দিয়ে অনার্সের খাতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি পরিহার করে যেসব শিক্ষক যে বিষয়ে পড়ান তাদের দিয়ে অনার্সের খাতা মূল্যায়নের জন্য আমরা নিয়মিত দাবিও জানিয়ে আসছি। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না।' তিনি বলেন, 'সেশনজট ও অব্যবস্থাপনাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম।'

জানা গেছে, বর্তমানে অনার্সের প্রতিটি খাতা মূল্যায়নে ৩২ টাকা ও ডিগ্রি (পাস) কোর্সের প্রতিটি খাতা মূল্যায়নে ২৫ টাকা সম্মানী পান পরীক্ষকরা। আর একজন শিক্ষক 'দুইশ' থেকে সর্বোচ্চ আড়াইশ' খাতা দেখার দায়িত্ব পাওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের খুশি করতে পারলে ৪০০ থেকে ৫০০ খাতা মূল্যায়নের দায়িত্বও ভাগিয়ে নেয়া যায়।

আরও যত অনিয়ম

পরীক্ষকরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী কোন পরীক্ষককে অনার্স পার্ট-১ এর খাতা মূল্যায়নের দায়িত্ব দেয়া হলেও তিনি অনার্স পার্ট-২ ও পার্ট-৩ এর খাতা মূল্যায়নের দায়িত্ব পেতে পারেন না। কিন্তু এ নিয়মও যথাযথভাবে প্রতিপালন হচ্ছে না। অনেক শিক্ষক নিয়মিত দুই বা তিন পার্টের খাতা মূল্যায়নের সুযোগও ভাগিয়ে নিচ্ছেন।

কলেজ শিক্ষকরা জানান, সর্বশেষ নিবেদন অনুযায়ী অনার্স পার্ট-২ এ ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা হয়। নিয়মানুযায়ী এই পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পাওয়ার কথা রয়েছে একাডেমিক কার্যক্রমে জড়িত শিক্ষকদের। কিন্তু ক্ষমতার দাপট কিংবা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত শিক্ষকরাই মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পাচ্ছেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সর্বশেষ নিবেদন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা থাকে না।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ জুলাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য ২০১১ সালের অনার্স পার্ট-১ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। সারাদেশে ২৪১টি কলেজের দুই লাখ ২২ হাজার ৬১৫ জন পরীক্ষার্থী ১৩৭টি কেন্দ্রে অনার্স পার্ট-১ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এতে দেখা যায়, প্রায় সবকটি কলেজেই অন্যান্য বছরের চেয়ে এবার খারাপ ফল হয়েছে।

পরবর্তীতে গত ২০ জুলাই বিভিন্ন কলেজের অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা ফল বাতিলের দাবিতে রাজধানীর মহাখালী ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যেসব শিক্ষার্থী এবার অকৃতকার্য হয়েছে (সর্বোচ্চ ৫টি বিষয়) তারা এবার উচ্চতর স্তরে অর্থাৎ অনার্স পার্ট-২ এ ভর্তি হতে পারবে। অনার্স পার্ট-১ বর্তমানে ৬টি বিষয় পড়ানো হয়।